0 005

তারিখ ... 3.6.84 ...
পৃষ্ঠা ... 7 কলাম 6 ...

দৈনিক বাংলা

নয়া মন্ত্রীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

রিয়াজউদ্দীন আহমদ

জনাব রিয়াজউদ্দিন আহমদ ১৯২৫ সালের ১লা মার্চ লালমনিরহাট জেলায় দৈয়েরখাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে স্নাতক হন।

তিনি ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত নিখিলভারত মুসলিম ছাত্র লীগের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

১৯৫২ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি কুড়িগ্রাম মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮ সাল থেকে তিনি বিএনপি নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। এরপর তিনি জনদলে যোগ দেন।

১৯৫৫ থেকে ৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি কুড়িগ্রাম পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তিনি রংপুর জেলা পরিষদের সদস্য ছিলেন।

জনাব রিয়াজ উদ্দিন আহমদ ১৯৭০ সালে জাতীয় পরিষদ এবং ১৯৭৩ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

১৯৭৩-এর এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের হুইপ ছিলেন।

১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি বন, মৎস্য ও পশু পালন বিভাগের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।

তিনি কুড়িগ্রাম এতিমখানা, কুড়িগ্রাম কলেজ ও কুড়িগ্রাম গার্লস কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। তিনি সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন।

জনাব আহমদ ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮২ সালের ২৩শে মার্চ পর্যন্ত শ্রম ও শিল্পকল্যাণ, শ্রম ও জনশক্তি উন্নয়ন এবং কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

শ্রম ও শিল্প কল্যাণ মন্ত্রী হিসাবে তিনি ১৯৮০ ও ৮১ সালের জুনে জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন, ১৯৮০ সালে ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক শ্রমমন্ত্রী সম্মেলন এবং ১৯৮১ সালে বাগদাদে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহের শ্রমমন্ত্রী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

জনাব রিয়াজউদ্দিন আহমদ জনদলের মহাসচিব ছিলেন। এখন তিনি এ দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যানদের একজন

যে ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল তিনি ছিলেন তার নেতা। তিনি সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির চেয়ারম্যানও ছিলেন।

শাহ মোয়াজ্জেম তদানীন্তন নিখিল পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সকল ওয়ার্কিং কমিটিরই সদস্য ছিলেন। ১৯৭০ ও ৭৩ সালের নির্বাচনে গোটা বাংলাদেশে সব চাইতে বেশি ভোট পেয়ে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের প্রথম সংসদের তিনি প্রথম চীফ হুইপ ছিলেন। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর তিনি আবারও চীফ হুইপ হয়েছিলেন।

১৯৭৫ সালের নবেম্বর পর্যন্ত শাহ মোয়াজ্জেম ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার এবং বিমান ও পর্যটন কর্পোরেশনের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭৬ সালে গঠিত ডেমোক্রাটিক লীগের (ডিএল) তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে জনদলে যোগ দেয়ার আগে ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮৩ সালের নবেম্বর পর্যন্ত তিনি ডিএলএর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

রাজনৈতিক নেতা ও সরকার প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসাবে শাহ মোয়াজ্জেম যুক্তরাজ্য, সোভিয়েট ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, ইটালী, ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, জাপান, সৌদী আরব, নাইজেরিয়া, আইভরি কোস্ট, হংকং, সিঙ্গাপুর ও ভারত সফর করেছেন।

'নিভৃত কারাগারে' নামে তিনি একটি বই লিখেছেন। বাংলা একাডেমী ১৯৭৬ সালে এটা প্রকাশ করে।

তিনি বিবাহিত। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।

১৯৮৪ সালের ১লা জুন তিনি শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

আবু নাসের খান ভাসানী

জনাব আবু নাসের খান ভাসানী ১৯৩৯ সালের ৩রা মার্চ আসামের ভাসানীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর পুত্র। ১৯৬৩ সালে তিনি বিএ ডিগ্রী পাশ করেন।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির

নাসের খান ভাসানী স্বাধীনতা যুদ্ধে ভূমিকা পালন

(৭ পৃঃ দ্রঃ)

আবু নাসের খান

(৭-এর পৃঃ পর)

করেন এবং মুজিবনগর থেকে মুক্তি যুদ্ধের মুখপাত্র হিসেবে গণমুক্তি নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি নিজে এই পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব নাসের খান ভাসানী ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর নির্ভিকভাবে সত্য প্রকাশের জন্য তাঁর পিতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক হক কথা পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে সংশ্লিষ্ট হন।

তিনি হককুল এবাদত মিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে জনসেবা ছাড়াও অন্যান্য বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত থেকে গরীব দুঃখী মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ-নাসের ভাসানী) চেয়ারম্যান জনাব ভাসানী ঐতিহাসিক ফারাক্কা মিছিলের অন্যতম নেতা ও সংগঠক ছিলেন।

জনাব নাসের ভাসানী মধ্যপ্রাচ্য, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স পশ্চিম জার্মানী সহ বিশ্বের বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন।

জনাব নাসের খান ভাসানী ১৯৮৪ সনের ১লা জুন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

মন্ত্রী হওয়ার পূর্বে তিনি জনদলের অন্যতম ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।